ইত্তেফাক

তারিখ ... 20.12.86 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ২ ...

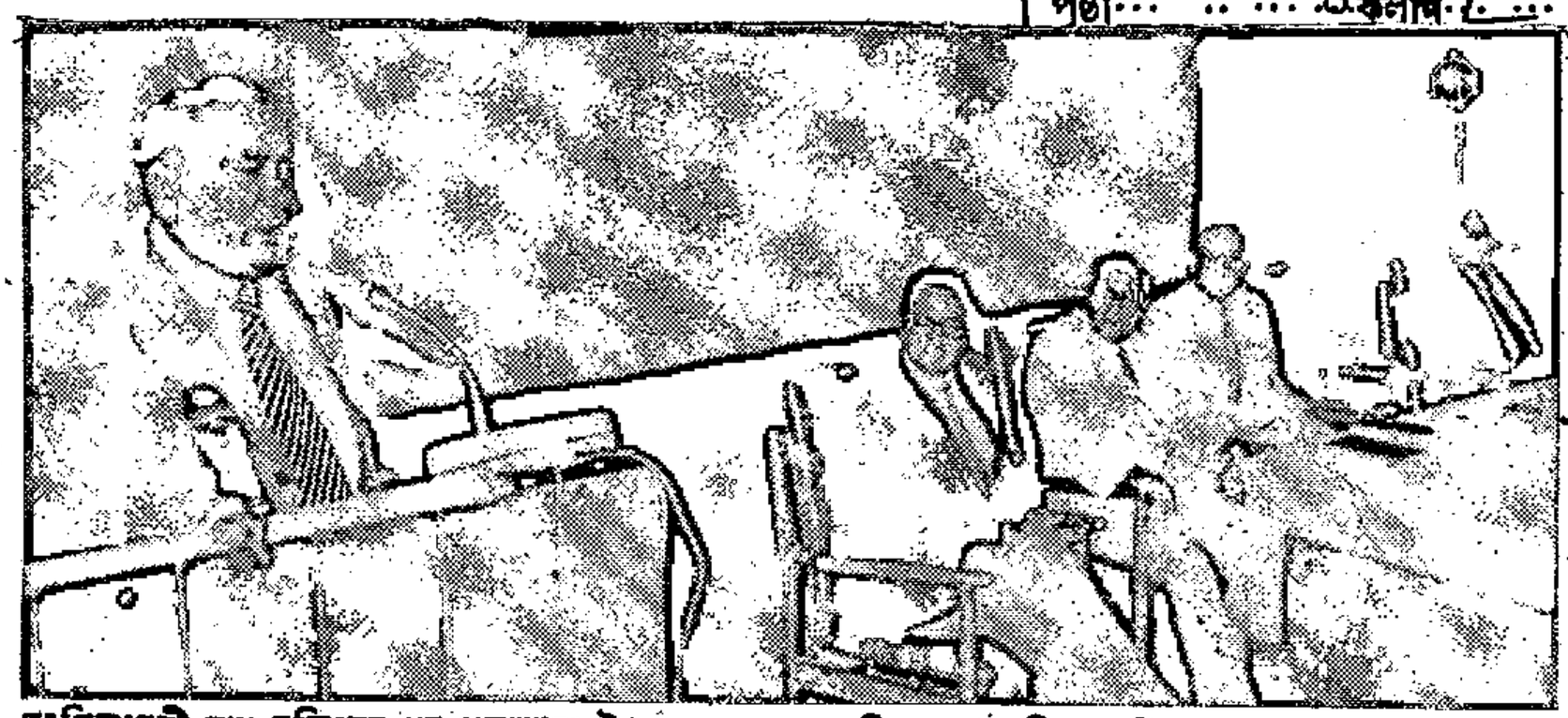

বাণিজ্যমন্ত্রী ডাঃ মতিনের গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখিতেছেন শিক্ষামন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী। লেখক সর্বডানে; উপবিষ্টদের মধ্যে অনুষ্ঠান সভাপতি ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের পাশে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ ইব্রাহিম —ইত্তেফাক

শিক্ষক বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গতকাল (বুধবার) এক সভায় চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক-বিজ্ঞানীদের উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসা-বিজ্ঞানী প্রফেসর ডাঃ এমএ মতিন প্রণীত গ্রন্থ 'অফথ্যালমিক অপটিকস' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে মহাখালীস্থ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এ্যাণ্ড সার্জন্স মিলনায়তনে গতকাল (বুধবার) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

গ্রন্থ রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ

(৮ম পৃঃ পর)

প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী। জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর মোহাম্মদ ইব্রাহীম বিশেষ অতিথি ছিলেন। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে প্রফেসর ডাঃ এম, এ, জলিল, প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রফেসর ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ডাঃ মবারক আলী, জনাব ফজলে রাব্বী, ডাঃ সুলতানা আজিজ ও গ্রন্থকার প্রফেসর ডাঃ এম,এ, মতিন বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি শামসুল হুদা চৌধুরী বলেন, ডাঃ মতিন রাজনীতি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই বাঁচিয়া থাকিবেন।

তিনি প্রফেসর মতিন রচিত গ্রন্থটির বক্তব্য সহজবোধ্য করিয়া স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী পারিবারিক পর্যায়ে ছোটখাটো লাইব্রেরী গড়ার পরিবর্তে ইলেকট্রনিকস জিনিসপত্র কেনার অত্যধিক প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এই অবস্থার অবসান ঘটানো এবং প্রতিটি পরিবারে সাধ্যমতো নিজস্ব গ্রন্থ-সংগ্রহ গড়িয়া তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি প্রফেসর মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাঁহার এককালের কৃতী ছাত্র প্রফেসর মতিনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁহার সার্বক্ষণিক সময় ব্যয়ের পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেন। তিনি শঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন, এখন আমাদের নিকট প্রশ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে—প্রফেসর মতিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে আস্তে আস্তে হারাইয়া যাইতেছেন কি না। প্রফেসর ইব্রাহীম ডাঃ মতিনের গ্রন্থটির উৎকর্ষ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব আনোয়ার হোসেন বলেন, "আমরা সকলেই এক সময়ে ছাত্র ছিলাম, তাই আমরা জানি, পাঠ্যপুস্তকের একান্তই অভাব; তাই ছাত্রদের জন্য এই ক্ষেত্রে যিনিই কোন অবদান রাখিয়া কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান, তাঁহার কাছে, তাঁহাদের নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। ডাঃ মতিনের এই উদ্যোগ সফল হউক, আপনারা যেমন কামনা করেন আমিও তেমনি কামনা করি।"

প্রফেসর ডাঃ এম, এ, জলিল বলেন, আমাদের দেশে প্রতিভা থাকিলেও বিকাশের পরিবেশের অভাবে অনেকে লিপিবদ্ধ করিয়া অনেককিছু রাখিয়া যাইতে পারেন না। প্রফেসর এম, এ, মতিনের এই গ্রন্থটি স্থানীয় চক্ষু-চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রও চিকিৎসকদের নিকট খুবই উপযোগী হইবে।

প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল গ্রন্থটির প্রকাশে সাধুবাদ জানাইয়া ইহাকে আরও কমদামী কাগজে কমমূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরবরাহের আহ্বান জানান।

প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অফথ্যালমোলজিকাল অপটিকস-এর অনেক এমন বিষয় এই বইটিতে গ্রথিত হইয়াছে যাহা এদেশে রচিত অন্য কোন বইতে পাওয়া যাইবে না, স্নাতকোত্তর ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

গ্রন্থকার প্রফেসর ডাঃ এম, এ মতিন বলেন, তিনি সাম্প্রতিক দুই বছরে দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অপর গ্রন্থটি আগামী একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত হইবে এবং ইহা স্নাতক পর্যায়ের চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

তিনি অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষকদের দ্বারা অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়া অভিমত দেন।

007